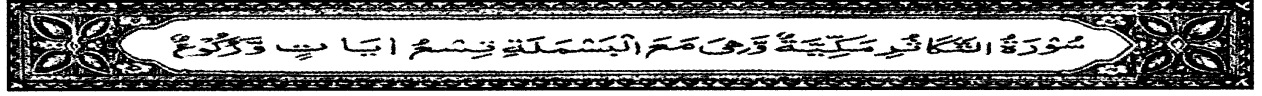


# সূরা আত্ তাকাসুর-১০২

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

## অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

সকলের ঐক্যমতে এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রথম দিকের সূরাসমূহের একটি। পূর্ববর্তী সূরাগুলোতে নবী করীম (সাঃ) এর সময়ে এবং ইসলামের পরবর্তী যুগসমূহে, বিশেষ করে শেষ যুগে মহানবী (সাঃ) এর প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ-মাহদীর (আঃ) মাধ্যমে তাঁর দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক আবির্ভাবের সময়ে অস্বীকারকারীদের ওপরে যে কঠোর শাস্তি নেমে আসবে, তার উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাটিতে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো মানুষের মনকে অস্বীকারের পথে চালিত করে এবং আল্লাহর দিক থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে। ধন-রত্ন, টাকা-কড়ি ও অন্যান্য পার্থিব সম্পদ জমানোর প্রতিযোগিতা এবং এর প্রাচুর্যে গৌরব বোধ করা উক্ত বিষয়াবলীর মধ্যে এরূপ একটি বিষয় যার মত বিষাক্ত আধ্যাত্মিক ব্যাধি কমই আছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, এ সূরার গুরুত্ব ও মূল্য হাজার আয়াতের সমান (বায়হাকী ও দায়লামী)।



## সূরা আত্ তাকাসুর-১০২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকু

১। \*আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

★ ২। ধনসম্পদ জমা করার পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদের আত্মবিস্মৃত করে রেখেছে<sup>৩৪২৩</sup>,

اَلْهٰكُمْ التَّكَاثُرُ ①

★ ৩। যতক্ষণ তোমরা কবরে না যাও।

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ②

৪। সাবধান! অচিরেই তোমরা (সত্যকে) জানতে পারবে।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ③

৫। আবারও সাবধান! অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে<sup>৩৪২৪</sup>।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ④

★ ৬। সাবধান! তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতে পারতে,

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ⑤

৭। তবে অবশ্যই তোমরা (ইহকালেই) জাহান্নামকে দেখতে পেতে<sup>৩৪২৫</sup>।

لَتَرُوْنَ الْجَحِيْمَ ⑥

৩৪২৩। মানুষের কষ্টের ও মূল্যবোধের অবহেলার মূলে রয়েছে তার ধনার্জনের অদম্য পিপাসা এবং অর্থ, প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধিতে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য পারস্পরিক তীব্র প্রতিযোগিতা। মানুষের জন্য এটি একটি দুর্ভাগ্য যে পার্থিব বস্তুসমূহ আহরণের উদ্যোগে বাসনার কোন সীমা নেই। যতই পাওয়া যায় বাসনা ততই তীব্রতর হয়, কখনো চরিতার্থ হয় না। এ বাসনা তার মন-প্রাণকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে, আল্লাহ্র কথা বা পরলোকের কথা ভাববার অবকাশ তার থাকে না। এ ইহলৌকিক বাসনা-কামনা মগ্ন অবস্থায় তার ওপর মৃত্যু নেমে আসে। তখন সে দেখতে পায়, কি বৃথা কাজ-কর্মের পিছনেই না সে তার জীবনটাকে অপব্যয় করে নিঃশেষ করে দিয়েছে!

৩৪২৪। এ আয়াতটির পুনরাবৃত্তির দ্বারা এ সূরাতে প্রদত্ত উপদেশ ও সতর্কবাণীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ পুনরাবৃত্তির আরেকটি উদ্দেশ্য হতে পারে : এ ধন-মত্ততা ও বস্তুবাদিতার অন্ধ প্রতিযোগিতার ফলে যে মহা প্রলয়ঙ্করী ধ্বংস-লীলা বিধে দেখা দিবে সে সম্বন্ধে এ আয়াতে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

৩৪২৫। মানুষ যদি তার সাধারণ বুদ্ধিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতো এবং তার সামান্য জ্ঞানটুকুও প্রয়োগ করতো তাহলে সে দেখতে পেত দোষখ ইহকালেই তাকে গ্রাস করার জন্য তার দিকে মুখ-ব্যাদান করে তাকিয়ে আছে। অর্থাৎ সে বুঝতে পারতো, এ অস্থায়ী জাঁকজমক ও পার্থিব সুযোগ-সুবিধায় নিমগ্ন হওয়াটাই তার নৈতিক অধঃপতনকে ডেকে আনবে।

৮। এরপর তোমরা তা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে অবশ্যই দেখবে<sup>৩৪২৬</sup>।

ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝

<sup>১</sup>  
[৯]  
২৭ ৯। এরপর সেদিন তোমরা (প্রতিটি) অনুগ্রহ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

৩৪২৬। ৫ম থেকে ৮ম আয়াত প্রতিপন্ন করে, নারকীয় জীবন ইহকালেই শুরু হয়ে যায়। মানুষের চক্ষুর অন্তরালে পরকালের দোযখ ইহকালেই প্রস্তুত হতে থাকে। এ বিষয় যারা গভীরভাবে চিন্তা করেন, নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস অর্জন করেন তারা তা এখানেই চিনতে পারেন। এ আয়াতগুলো দোযখের ব্যাপারে মানব বিশ্বাসের তিনটি স্তরকে নির্দেশ করছে।